রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৭ ফাল্গুন, ১৪২৩/১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৭ ফাল্গুন, ১৪২৩ মোতাবেক ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৭ সনের ০৩ নং আইন

Civil Aviation Authority Ordinance, 1985

রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করে নূতনভাবে প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Civil Aviation Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVIII of 1985) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করে নূতনভাবে প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

প্রথম অধ্যায়
সাধারণ বিধানাবলি

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই আইন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই আইন প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যবহারের জন্য স্থাপিত কোনো বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি, বিমানঅঙ্গন বা উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং বিষয়াদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "আইসিএও" অর্থ শিকাগো কনভেনশনের অধীন প্রতিষ্ঠিত International Civil Aviation Organization;

(২) "এয়ার নেভিগেশন অর্ডার" বা "এএনও" অর্থ এই আইনের অধীন এ্যারোনটিক্যাল ও নন-এ্যারোনটিক্যাল বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জারীকৃত আদেশ;

(৩) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ;

(৪) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(৫) "তহবিল" অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(৬) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৭) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৮) "বিমান" অর্থ যে কোনো যন্ত্র, যাহা বাতাসের প্রতিঘাত, ভূ-পৃষ্ঠের বিপরীতে নহে, দ্বারা বায়ুমন্ডলে ভর করিয়া ভাসিতে পারে, যাহাতে বদ্ধ বা মুক্ত বেলুন, এয়ার শিপ, ঘুড়ি, ড্রোন, গ্লাইডার, এবং উড্ডয়নরত যন্ত্র অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) "বিমানঘাঁটি" অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিমান অবতরণ বা আগমন, উড্ডয়ন বা প্রস্থান এবং ভূমিতে চলাচলের জন্য ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট কোনো স্থল বা জলভাগ এবং কোনো ইমারত, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) "বিমান পরিবহন সেবা" অর্থ আকাশপথে যাত্রী, পণ্য, ডাক ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো সেবা;

(১১) "বিশেষ পরিদর্শক" অর্থ পরিদর্শন কাজে বিশেষভাবে পারদর্শী এমন পরিদর্শক;

(১২) "বিমানবন্দর" অর্থ কোনো বিমানঘাঁটি, যেখানে বেসামরিক বিমান চলাচলের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন করা হইয়াছে;

(১৩) "বেসামরিক বিমান" অর্থ রাষ্ট্রীয় বিমান ব্যতীত অন্য কোনো বিমান;

(১৪) "বেসামরিক বিমান চলাচল" অর্থ সাধারণ বা বাণিজ্যিক বিমান চলাচল অথবা এরিয়াল কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোনো বেসামরিক বিমান পরিচালনা;

(১৫) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৯ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(১৬) "শিকাগো কনভেনশন" অর্থ ১৯৪৪ সালে আমেরিকার শিকাগোয় সম্পাদিত Convention on International Civil Aviation;

(১৭) "সদস্য" অর্থ কর্তৃপক্ষের সদস্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

৩। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, Civil Aviation Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVIII of 1985) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (Civil Aviation Authority) এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি**।—কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বাংলাদেশের সকল বেসামরিক বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটিসহ উহাদের পারিপার্শ্বিক আকাশসীমার ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালনা ও মেরামত এবং বাংলাদেশের আকাশসীমায় চলাচলযোগ্য সকল আকাশপথ নিয়ন্ত্রণ;

(খ) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে পরিকল্পনা বা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন—

(অ) এয়ার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং এয়ার নেভিগেশন সেবা;

(আ) দেশের বেসামরিক বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটিতে এ্যারোনটিক্যাল যোগাযোগ সেবা প্রদান;

(ই) নন-এ্যারোনটিক্যাল এবং অন্যান্য এ্যারোনটিক্যাল সম্পর্কিত সেবা;

(ঈ) ফ্লাইট পরিদর্শন এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত তদারকি;

(উ) অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম সেবা প্রদান;

(ঊ) বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটিতে বিমান বিধ্বস্ত, বিমানে অগ্নিকান্ড ও উদ্ধার কার্যক্রমে সেবা প্রদান;

(ঋ) বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা;

(এ) বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা;

(ঐ) বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটির সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা;

(ও) ব্যক্তি মালিকানাধীন বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটি অথবা হেলিপোর্টের দক্ষ পরিচালনা;

(ঔ) বিমান চলাচল চুক্তি;

(গ) নিরাপদ, কার্যকর, পর্যাপ্ত, সাশ্রয়ী ও যথাযথ সমন্বিত বেসামরিক বিমান চলাচল সেবার উন্নতি ও অবকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনের জন্য, সময় সময়, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ঘ) কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সরকারের স্থানীয় কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার পরামর্শ ও সহায়তা যাচনা এবং গ্রহণ;

(ঙ) প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন, তদন্ত, পরিচালনা এবং আদেশ জারি;

(চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, শিকাগো কনভেনশনের পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সহিত বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন;

(ছ) জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ও ব্যবহারের পক্ষে সর্বোচ্চ সুবিধাজনক পন্থায় এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, এএনও, আদেশ, নির্দেশনা, সার্কুলার, ইত্যাদি প্রকাশ;

(জ) পর্যবেক্ষণ, জরিপ, পরীক্ষা বা কারিগরি গবেষণা করা বা করানো এবং তদ্‌কর্তৃক অনুরোধের প্রেক্ষিতে কোনো সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত উক্তরূপ পর্যবেক্ষণ, জরিপ, পরীক্ষা বা কারিগরি গবেষণার ব্যয় বহন;

(ঝ) সরকারের অনুমোদিত যে কোনো পূর্ত কাজের উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যয় বহন, পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞের সেবা ক্রয় এবং উহার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন, স্থাপনা, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ক্রয়;

(ঞ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

(ট) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন।

৫। **কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্য**।—(১) কর্তৃপক্ষের একজন চেয়ারম্যান ও ছয়জন সদস্য থাকিবে।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং তাহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্তকৃত হইবেন এবং তাহাদের চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোনো সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবে।

৬। **চেয়ারম্যান ও সদস্যপদে নিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা, অপসারণ ও পদত্যাগ**।—(১) কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না বা চেয়ারম্যান বা সদস্য থাকিতে পারিবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) সরকারি চাকরি হইতে চাকরিচ্যুত হন;

(গ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন;

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;

(ঙ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(চ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপি হিসাবে ঘোষিত হন;

(ছ) বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনা বা অনুরূপ কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন না হন; বা

(জ) কোনো এ্যারোনটিক্যাল এন্টারপ্রাইজ বা বিমান চলাচল সংক্রান্ত এন্টারপ্রাইজের কোনো স্টক বা বন্ডের মালিক হন অথবা উহার সহিত আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বা কোনো ব্যবসা, বৃত্তিমূলক কাজ বা নিয়োগের সহিত সম্পৃক্ত থাকেন।

(২) সরকার, যে কোনো সময়, চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি—

(ক) এই আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন বা সরকারের বিবেচনায় অক্ষম হন; অথবা

(খ) সরকারের বিবেচনায়, তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য তাহার মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বে সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৭। **চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা**।—(১) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নিম্নরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য দায়ী থাকিবেন, যথা :—

(ক) কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ;

(খ) কর্তৃপক্ষের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ পরিচালনার নিমিত্ত সকল দায়িত্ব পালন; এবং

(গ) কর্তৃপক্ষের সকল কর্মচারী ও কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ।

(২) চেয়ারম্যান বা সদস্য উহার অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নিকট দায়ী থাকিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের প্রশাসন

৮। **সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন**।—কর্তৃপক্ষের সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৯। **বোর্ড গঠন**।—(১) চেয়ারম্যান ও নিম্নবর্ণিত নয়জন সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে যিনি বোর্ডের সভাপতিও হইবেন;

(খ) ছয়জন সদস্য, পদাধিকারবলে;

(গ) কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী, পদাধিকারবলে;

(ঘ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিমান চলাচল কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর অধীন মনোনীত সদস্য তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, উক্তরূপ মনোনীত সদস্যকে সদস্য পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত সদস্যও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।